এসো সুন্দর জীবন গড়ি

প্রথম খণ্ড

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

অনুবাদ
নাজিয়া নিশাত

সহযোগিতায়
আহমেদ শামসুল ইসলাম
মো. নজরুল ইসলাম
আলিজা ইসলাম

সম্পাদনায়
নীলুফার ইয়াসমীন

APL
Academia Publishing House Ltd

সূচি

অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
সব জিনিস যা তৈরি ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমি ১০

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহ ১২

চতুর্থ অধ্যায়
কৃতজ্ঞ হওয়া ১৪

পঞ্চম অধ্যায়
আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
সালাত (নামাজ) ১৮

সপ্তম অধ্যায়
নামাজের সময় ২০

অষ্টম অধ্যায়
নামাজ অনুশীলন ২২

নবম অধ্যায়
অভিবাদন ২৪

দশম অধ্যায়
ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ২৬

একাদশ অধ্যায়
সত্য কথা বলা ২৮

দ্বাদশ অধ্যায়
কাজ করার প্রচেষ্টা ৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
সত্য বলার ফল ৩২

চতুর্দশ অধ্যায়
নামাজে মনোযোগ ৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
নামাজে কৃতজ্ঞ হওয়া ৩৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
সময়মতো নামাজ আদায় ৩৮

অগ্রগতির প্রতিবেদন

অধ্যায়	নম্বর	অধ্যায়	প্রাপ্ত নম্বর	তারিখ	শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর
১	২৮				
২	১৯				
৩	৩৪				
৪	১৯				
৫	৩৭				
৬	৩০				
৭	৩১				
৮	২৩				
৯	২৯				
১০	৪৫				
১১	১৭				
১২	১২				
১৩	১৯				
১৪	৪২				
১৫	২৯				
১৬	১২				

অভিভাবকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

ভূমিকা

'এসো সুন্দর জীবন গড়ি' বইটি চারটি খণ্ডে শিশু-শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে ১৬টি করে অধ্যায় রয়েছে, যা থেকে প্রতি স্কুলকোয়ার্টার-এ চারটি অধ্যায় পড়ানো সম্ভব। সপ্তাহে ৪০ মিনিটের ক্লাস হবে একটি অধ্যায়ের ওপর। শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসে বাড়ির কাজ-এর সঠিক উত্তরসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষক ১০ মিনিটের একটি পরীক্ষা নিবেন। শিক্ষকের আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই যাচাই করবে। প্রথম ১৫ মিনিট শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় বসে একে অপরের বাড়ির কাজ যাচাই করবে। প্রতি স্কুল কোয়ার্টার-এ আটটি ক্লাস প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রত্যেক ক্লাসে একটি অধ্যায় পড়ানোর পর পরবর্তী সপ্তাহের ক্লাসে পরীক্ষা নেওয়া এবং বাড়ির কাজ যাচাই করা হবে। শিক্ষক প্রতি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং মডেল উত্তর তৈরি করবেন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর করে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে কেন তারা প্রত্যাশিত নম্বর লাভ করতে পারলো না। শিক্ষক ক্লাসরুম ঘুরে ঘুরে যেকোনো ছাত্র-ছাত্রীর খাতা পরীক্ষা করে কোন জায়গায় সে নম্বর কম পাচ্ছে তা বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করে দেওয়া।

এই বইয়ের পাঠ্যবিষয় এমনভাবে তৈরি, যাতে ছোটরা জীবনটাকে আল্লাহর অনবদ্য সৃষ্টি এবং ইসলামকে ঐ জীবনের বিধিবিধান হিসেবে বুঝতে ও আপন করে নিতে পারে। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ছোটদের প্রশ্ন করতে এবং এর মাধ্যমে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা। শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক উপসংহারে পৌঁছতে পারে এবং সঠিক যুক্তিতে উপনীত হয় সেজন্য শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন। শিক্ষক কখনই তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে দিবেন না। শিক্ষার্থীরা আগে সমাধানের চেষ্টা করার পর শিক্ষক উত্তর দিতে পারেন। যে অধ্যায় পড়ানো হবে শিক্ষক সেই অধ্যায়ের প্রস্তুতি পূর্বেই নিয়ে রাখবেন। আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ আগেই লিখে রাখতে পারেন। শিক্ষক নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন, যাতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবিষয় আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষক সঠিক উত্তরের রূপক উদাহরণ ব্যবহার করে উপস্থাপন করবেন, যাতে ছোটরা চিন্তা করতে শিখে।

প্রতি অধ্যায়ে বিষয়, কাজ, ক্লাসের আলোচনা, প্রশ্ন, বাড়ির কাজ থাকবে। শিক্ষক পাঠ্যবিষয় আলোচনার মাধ্যমে ক্লাস শুরু করবেন। আলোচনাটি এভাবে প্রশ্ন দিয়ে শুরু হতে পারে – এই পাঠ্যবিষয়টিতে কী বোঝানো হয়েছে? ছোটরা আলোচনা করার পর তাদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং কাজগুলো সম্পন্ন করার পর খাতাগুলো শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাহায্যে যাচাই করে নিজেরাই মূল্যায়ন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের নম্বর দেওয়ার আগে শিক্ষক প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এবং কাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষক নম্বরগুলো বইয়ের শুরুতে দেওয়া অগ্রগতির প্রতিবেদনে যোগ করে লিখবেন এবং তারিখসহ স্বাক্ষর দিবেন। পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে বাড়ির কাজগুলো একই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা যাচাই করাবেন।

বইটি লিখতে যেয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি আশা করি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও সেরকম আনন্দ অনুভব করবেন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার ক্ষমতা দান করুন।

ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

সব জিনিস যা তৈরি

নম্বর

বিপরীত পৃষ্ঠার তিন ধরনের ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখ। প্রত্যেকটির নিচে নাম লেখ।

ক্লাসে আলোচনা» যেসব জিনিস তুমি চিনো সেগুলোর ভেতর তিনটির নাম বলো, যার গতিশীল অংশ আছে, যা আমরা ব্যবহার করি এবং যা বৃদ্ধি পায়।

কাজ: নিচে একটি তালিকা তৈরি করো

- যার গতিশীল অংশ আছে
- যা আমাদের প্রয়োজন এবং যা আমরা ব্যবহার করি
- যা বৃদ্ধি পায় (৯)

যার গতিশীল অংশ আছে	যা আমাদের প্রয়োজন এবং যা আমরা ব্যবহার করি	যা বৃদ্ধি পায়

ক্লাসে আলোচনা» কিভাবে একটি জিনিস তৈরি হয়? কোনো জিনিস কী আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে?

কোনো গতিশীল অংশ আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে? যা আমাদের প্রয়োজন এবং যা আমরা ব্যবহার করি তা আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে? যেসব জিনিস বৃদ্ধি পায় তা কি আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে?

প্রশ্ন: উপরের তালিকাভুক্ত বস্তুগুলোর কোনটি নিজে নিজে তৈরি হতে পারে? (১)

প্রশ্ন: বালক ও বালিকারা নিজেরা কি নিজেদের তৈরি করতে পারে? (১)

প্রশ্ন: যদি তোমার উত্তর না-বোধক হয়, তবে তাদের কে সৃষ্টি করেছিল? (১)

প্রশ্ন: আল্লাহ কে?__________ (১)

প্রশ্ন: তোমার নাম কী? তুমি কি একজন ছেলে নাকি একজন মেয়ে? (২)

প্রশ্ন: তুমি যে জিনিসটি তৈরি করতে পার তার নাম লিখ? কে তোমাকে এটি তৈরি করার ক্ষমতা দিয়েছেন? (২)

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন তা দিয়ে জিনিস তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের দিয়েছেন। অতএব তিনি সমস্ত সৃষ্টিকর্তার __________ (১)

বাড়ির কাজ» নিচে যে ছক দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ১০টি জিনিসের একটি তালিকা তৈরি করো যা তোমার বাসায় আছে। এর মধ্যে মানুষ, আসবাবপত্র, যেসব জিনিস নিয়ে তুমি কাজ করো এগুলো অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধান্ত নাও এর মধ্যে যেগুলো সরাসরি আল্লাহ তৈরি করেছেন এবং যেসব তৈরি করার ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। (১০)

বাড়ির জিনিসপত্র	আল্লাহ যা সরাসরি তৈরি করেছেন	আল্লাহ যা সরাসরি তৈরি করেননি

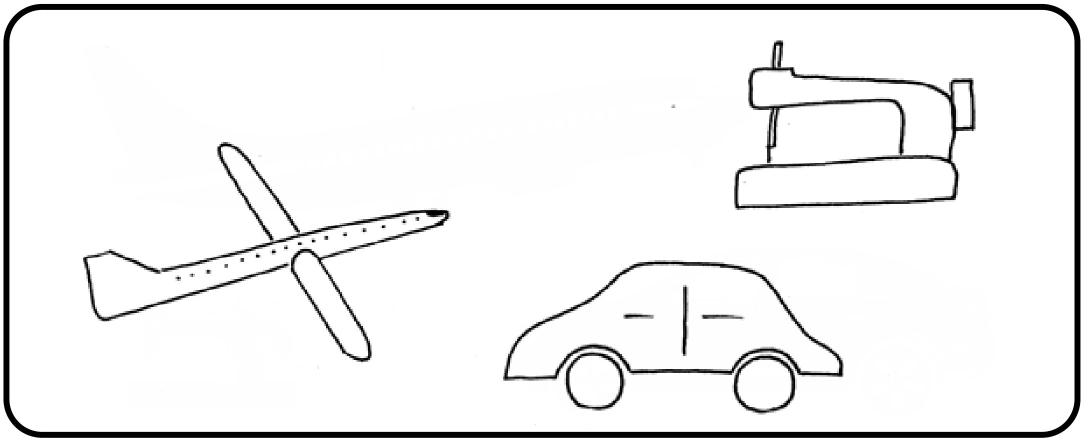

চিত্র: ১.১.১ যেসব বস্তুর গতিশীল অংশ আছে

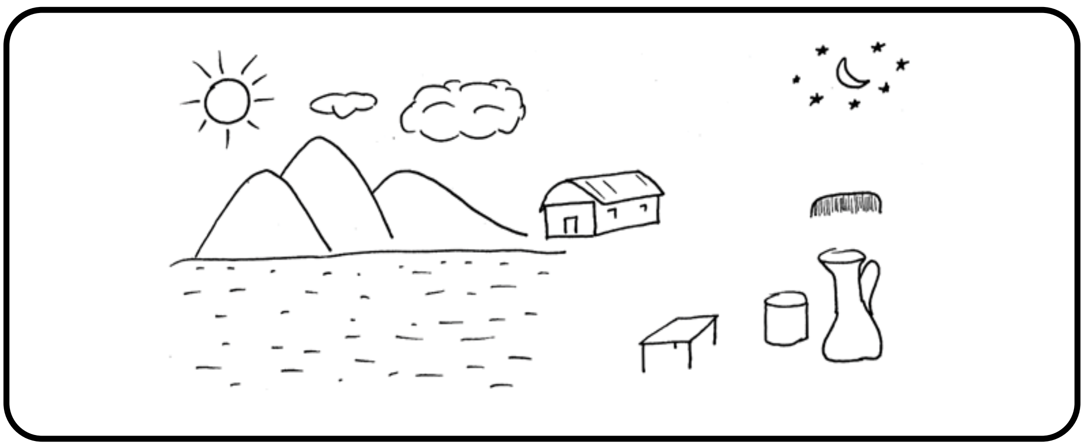

চিত্র: ১.১.২ যেসব বস্তু আমাদের প্রয়োজন এবং যা আমরা ব্যবহার করি

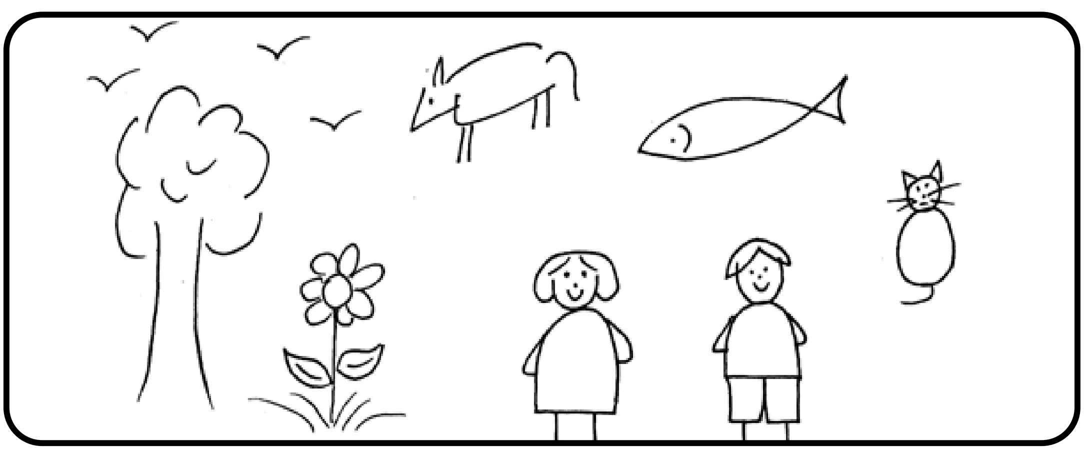

চিত্র: ১.১.৩ যা বৃদ্ধি পায়

এসো সুন্দর জীবন গড়ি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

অনুবাদ
নাজিয়া নিশাত

সহযোগিতায়
আহমেদ শামসুল ইসলাম
মো. নজরুল ইসলাম
আলিজা ইসলাম

সম্পাদনায়
নীলুফার ইয়াসমীন

APL
Academia Publishing House Ltd

সূচি

অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
সৃষ্টির চক্র ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
তোমার জন্য তৈরি ১০

তৃতীয় অধ্যায়
তোমাকে দেওয়া বৈচিত্র্য ১২

চতুর্থ অধ্যায়
তুমি কি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ? ১৪

পঞ্চম অধ্যায়
আমরা যা কিছু করি সবকিছুতেই সাফল্য পেতে কি আল্লাহ্‌র সহায়তা দরকার? ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
নিজেকে ‘সালাতের’ জন্য প্রস্তুত করা ১৮

সপ্তম অধ্যায়
আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া ২০

অষ্টম অধ্যায়
আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা ২২

নবম অধ্যায়
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন শরীর ২৪

দশম অধ্যায়
পরিচ্ছন্নতা ২৬

একাদশ অধ্যায়
বাবা-মা এবং শিক্ষক ২৮

দ্বাদশ অধ্যায়
শেখার প্রতিবন্ধক ৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
জগৎসমূহের অধিপতির কাছে প্রার্থনা করা ৩২

চতুর্দশ অধ্যায়
অন্য মানুষের সাথে আচরণ ৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
নকল ও প্রতারণা করা ৩৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
নিজের চেষ্টার ফল ৩৮

অগ্রগতির প্রতিবেদন

অধ্যায়	নম্বর	অধ্যায়	প্রাপ্ত নম্বর	তারিখ	শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর
১	২৫				
২	৩৪				
৩	২৯				
৪	২১				
৫	২৬				
৬	৩৪				
৭	২৭				
৮	২৩				
৯	৩১				
১০	৫১				
১১	২৬				
১২	২৩				
১৩	১৭				
১৪	২১				
১৫	১০				
১৬	৩০				

অভিভাবকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টির চক্র

নম্বর

প্রশ্ন : তুমি কি ভাত খাও? □ হ্যাঁ □ না (১)

গতকাল তুমি কতগুলো ভাতের দানা খেয়েছো বলতে পারো কি? □ ১০০ □ ১,০০০ □ ১০,০০০ □ ৫০,০০০ (১)

ক্লাসে আলোচনা» যে ভাতগুলো তুমি খেয়েছিলে তা কি বিশেষভাবে তোমার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল?

নিচের বাক্যগুলোতে গোল দাগ দাও, যেগুলো তোমার টেবিলের খাবারের সাথে সম্পর্কিত। (১৪)

এবার ডানের ছকে বাক্যগুলো সাজিয়ে লেখ:

ধানের বীজ সংগ্রহ করা ______________________

দোকান থেকে চাল কেনা ______________________

ভাত খাওয়া ______________________

ভাত রান্না করা ______________________

ধান থেকে চাল আলাদা করা ______________________

ধানের বীজ বপন করা ______________________

চারাগাছে পানি দেওয়া ______________________

ধানের বীজ সৃষ্টি করা ______________________

বীজে পানি দেওয়া ______________________

খাওয়ার টেবিলে ভাতের বাটি রাখা ______________________

টাকা উপার্জন করা ______________________

বীজ থেকে চারাগাছগুলো বড় করা ______________________

ধান পাকলে ফসল তোলা ______________________

দোকানদারের কাছে চাল বিক্রয় করা ______________________

প্রশ্ন: ভাত এবং অন্য খাবারগুলো তোমাকে কী করতে সাহায্য করে? (৩)

______________________ , ______________________ , ______________________

আল্লাহ তোমার বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন রকম খাবার এবং খাবারের দানা দিয়েছেন। খাবার তোমাকে বড় ও শক্তিশালী হতে এবং কাজে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। বছরকয়েক আগে তোমার বাবা-মা তোমার বয়সের ছিল। একসময় আমরা সবাই ছোট শিশু ছিলাম। আমরা বড় হই এবং একজন পরিণত মানুষ হয়ে তা আমরা উপভোগ করি।

বাড়ির কাজ» আয়াত ৫১:৫৮, ৬৭:২১ এবং ২২:৫ এর অর্থ খাতায় তোলো। তোমার বাবা অথবা মাকে প্রতি আয়াতের অর্থ তোমাকে বুঝিয়ে দিতে বলো। একটি টীকা লেখ: কমপক্ষে তিনটি বিষয় লেখ, যা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন। কেন এ বিষয়গুলো তোমার কাছে আনন্দদায়ক তা লেখ। (৬)

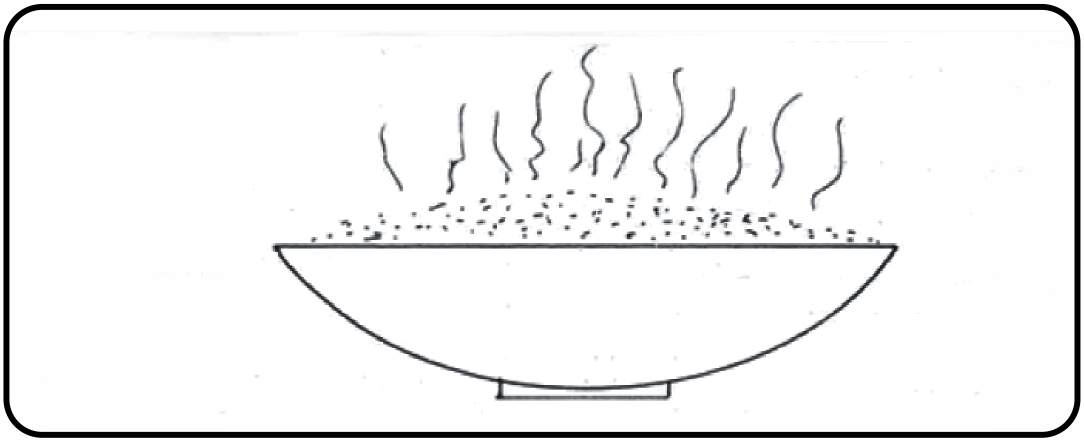

চিত্র: ২.১.১ খাওয়ার জন্য রান্না করা এক বাটি ভাত।

চিত্র: ২.১.২ আমিরা এবং আসিলের মা ও বাবা ।

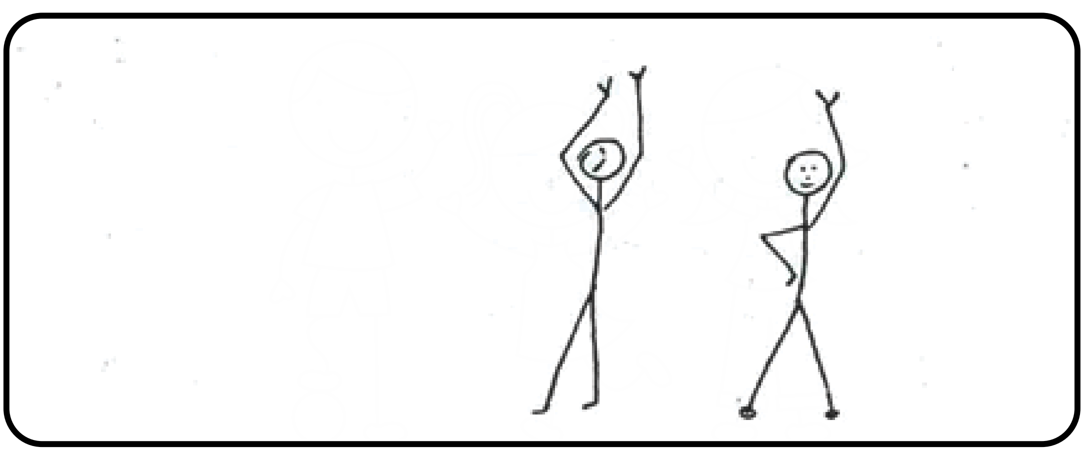

চিত্র: ২.১.৩ আমি এবং আমার বন্ধুরা।

এসো সুন্দর জীবন গড়ি

তৃতীয় খণ্ড

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

অনুবাদ
নাজিয়া নিশাত

সহযোগিতায়
আহমেদ শামসুল ইসলাম
মো. নজরুল ইসলাম
আলিজা ইসলাম

সম্পাদনায়
নীলুফার ইয়াসমীন

Academia Publishing House Ltd

সূচি

অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
আমার বোধশক্তি ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
অনুভূতি ও অনুধাবন ১০

তৃতীয় অধ্যায়
ভুল এবং সঠিক ১২

চতুর্থ অধ্যায়
ন্যায়পরায়ণ হও এবং সত্যকে সন্ধান করো ১৪

পঞ্চম অধ্যায়
সূরা ফাতিহা ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
আমরা কি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাই? ১৮

সপ্তম অধ্যায়
কুরআনে পথনির্দেশনা অনুসন্ধান করা ২০

অষ্টম অধ্যায়
ভ্রমণের সময় নামাজ ২২

নবম অধ্যায়
মুসলিম হিসেবে আমার দায়িত্ব ২৪

দশম অধ্যায়
অকৃতজ্ঞতা ২৬

একাদশ অধ্যায়
ক্ষমা করা ২৮

দ্বাদশ অধ্যায়
গভীর চিন্তা ৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
মূল্যায়ন করা ৩২

চতুর্দশ অধ্যায়
ক্ষমাশীলতা ৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
দায়িত্ব ৩৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
নবি একই পরিস্থিতিতে থাকলে কী করতেন? ৩৮

অগ্রগতির প্রতিবেদন

অধ্যায়	নম্বর	অধ্যায়	প্রাপ্ত নম্বর	তারিখ	শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর
১	১৯ + ৮				
২	১৭ + ১৭				
৩	৩৩				
৪	১৮ + ৮				
৫	২৪ + ৮				
৬	৩০ + ৮				
৭	২১ + ১০				
৮	২৪ + ১২				
৯	২১ + ৭				
১০	২৪ + ৯				
১১	২০				
১২	৩০ + ৮				
১৩	৬				
১৪	৮ + ১২				
১৫	৫ + ১৬				
১৬	১০				

অভিভাবকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

প্রথম অধ্যায়

আমার বোধশক্তি

নম্বর

প্রশ্ন: তোমার কেমন লাগে যখন তুমি কিছু বুঝতে পার এবং নিজে থেকে কোনো কিছু করতে পার? (৪)

❑ আত্মবিশ্বাসী ❑ সন্তুষ্ট ❑ আমি কিছু করতে পারি ❑ আমি কোনো কাজের যোগ্য

ক্লাসে আলোচনা» তুমি কি কখনো চিন্তা করেছ কিভাবে তুমি নিজে নিজে কোনো কিছু শিখতে বা করতে সক্ষম হও? কোন ক্ষমতা তোমাকে কোনো কিছু খুঁজে বের করতে, শিখতে এবং কোনো কাজ করতে সহায়তা করে? কে তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন?

চিত্র: ৩.১.১ এবং চিত্র: ৩.১.২ এ দেওয়া আয়াতগুলো পড়। তিনটি ইন্দ্রিয়ের নাম লেখ, যা আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন। (৩)

১।	২।	৩।

প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে তুমি যেভাবে ব্যবহার করো তা থেকে তিনটি ব্যবহার লেখ। তোমাকে সহায়তা করার জন্য ইন্দ্রিয় ব্যবহারের তিনটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো: (৯)

গান শোনা, পছন্দের বই পড়া, আত্মবিশ্বাসী হওয়া

প্রশ্ন: যখন তুমি সিনেমা দেখ তখন কোন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করো? (৩)

__________________________, __________________________, __________________________

তুমি দেখ সিনেমায় যা দেখানো হচ্ছে, তুমি শোন সিনেমায় যা বলা হচ্ছে এবং তুমি সিনেমাটিকে উপভোগ করো। যখন তুমি বুঝতে পার সিনেমায় কী হচ্ছে তখন তুমি উপভোগ করো। সুতরাং আল্লাহ মানুষের বোঝার এবং উপভোগ (আবেগ)-এর ক্ষমতাকে একত্রে হৃদয়ের গুণ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, সব থেকে ভালো শেখা যায় যখন আল্লাহ্‌র দেওয়া এই তিন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করা হয়।

যদি একজন শিক্ষক ছাত্রদের জন্য পড়ার বিষয়বস্তুকে দেখা, শোনা এবং চিন্তা করার ব্যবস্থা করেন তবেই সেই শিক্ষা কার্যকর হবে। যখন একজন ছাত্র কোনো বিষয় শিখতে চায় তখন তাঁকে ঐ বিষয়টিকে দেখা, শোনা এবং চিন্তা করার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা যা দেখলাম এবং শুনলাম তাকে চিন্তার ভেতর দিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করে আমরা শিখতে পারি। যখন আমরা কোনো কিছু শেখার জন্য কষ্ট করি তখন আমরা যা শিখি সেটাকে মূল্য দিই। আমরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মূল্য দিই এবং মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে শিখতে যাই। যখন আমরা শিখি আমরাও ঐ ব্যক্তিদের মতো হয়ে যাই, যাদের মানুষ মূল্য দেয়। আল্লাহ্ আমাদের দেখা, শোনা, চিন্তা করা, শেখা এইসব ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যদি আমরা চাই আমরা এটাও শিখতে পারি কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় নিজে নিজে বিভিন্ন বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করে সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা তখন ঠিক কাজ করতে পারি অথবা ভুল কাজও করতে পারি।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের স্বাধীন সত্তা হিসেবে তৈরি করেছেন। এইসব ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কি আমাদের আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত? আমাদের স্বাধীন সত্তা হিসেবে তৈরি করার জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কি? আল্লাহ্‌র কি অধিকার আছে আমাদের থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার? ৭৬ নং সূরার ২ ও ৩ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

> 'যথার্থই আমি মানুষকে তৈরি করেছি এক ফোঁটা মিশ্রিত শুক্র থেকে, যাতে আমি তাকে পরীক্ষা করতে পারি: তাই তাকে উপহাররূপে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি।' *[সূরা আদ-দাহর, ৭৬:২]*
>
> 'আমি তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি তাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, সে কৃতজ্ঞ হয়, না অকৃতজ্ঞ হয়।' *[সূরা আদ-দাহর, ৭৬:৩]*

বাড়ির কাজ» যে ব্যক্তি সঠিক কাজ করে এবং সঠিক কাজকে সমর্থন করে সে ন্যায়পরায়ণ মানুষ। সূরা ৭৬-এর অর্থ পড় এবং যে অংশ বুঝতে পারছ না তা বাবা-মাকে বুঝিয়ে দিতে বল। এই সূরা থেকে ন্যায়পরায়ণ মানুষের তিনটি গুণ খুঁজে বের করো এবং বর্ণনা করো। সূরা ৭৬ এর আয়াত ৪-এ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকারকারী বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? সিদ্ধান্ত নাও যে, কেন একজন অকৃতজ্ঞ মানুষমাত্রই সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিশ্বাসী এবং তার কী হবে? (৮)

তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়
এবং হৃদয়ের অনুভূতি দিয়েছেন: তোমরা যে কৃতজ্ঞতা দেখাও তা খুবই অল্প।
সূরা ২৩: আল-মুমিনুন, আয়াত ৭৮

চিত্র: ৩.১.১ আল্লাহ্ কেন আমাদের বিভিন্ন রকম ইন্দ্রিয় দিয়েছেন?

তিনিই তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করে আনেন
যখন তোমরা কিছুই জানতে না;
এবং তিনি তোমাদের দেখার, শোনার ক্ষমতা এবং হৃদয়ের অনুভূতি দিয়েছেন,
যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করতে পার।
সূরা আন-নাহল, ১৬:৭৮

চিত্র: ৩.১.২ ইন্দ্রিয়গুলি আমাদেরকে যাচাই করতে, বুঝতে এবং প্রকৃতির প্রশংসা করার ক্ষমতা দেয়।

অনুভূতি		বোধশক্তি	
	স্পর্শ		আত্মস্থ করা, চিন্তা করা
	স্বাদ নেওয়া		যুক্ত করা, তুলনা করা
	গন্ধ		প্রয়োগ, নিরীক্ষণ
	আবেগ		শেখা, বুঝতে পারা
			স্মরণ করা
			সিদ্ধান্ত নেওয়া

আল্লাহ্ আমাদের উপায় দিয়েছেন, যার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় ঘটানো যায়, বিচার করা যায় এবং ভালো গুণসমূহ অর্জন করা যায়। হৃদয় আমাদের কী করার ক্ষমতা দেয়?

চিত্র: ৩.১.৩ প্রকৃতপক্ষে হৃদয়কে অনুভূতি এবং বোধশক্তির কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়।

এসো সুন্দর জীবন গড়ি

চতুর্থ খণ্ড

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

অনুবাদ
নাজিয়া নিশাত

সহযোগিতায়
আহমেদ শামসুল ইসলাম
মো. নজরুল ইসলাম
আলিজা ইসলাম

সম্পাদনায়
নীলুফার ইয়াসমীন

APL
Academia Publishing House Ltd

সূচি

অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহর গুণাবলি ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমরা কি আল্লাহকে খুঁজছি? ১০

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহ কি আমাদের সাথে কথা বলেন? ১২

চতুর্থ অধ্যায়
আল্লাহকে স্মরণ করা ১৪

পঞ্চম অধ্যায়
সকল কৃতিত্ব কার? ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
আল্লাহর মতো কি আর কেউ আছে? ১৮

সপ্তম অধ্যায়
আল্লাহ সম্পর্কে চেতনা ২০

অষ্টম অধ্যায়
আল্লাহকে আহ্বান করা ২২

নবম অধ্যায়
আমার পোশাক আমার ভাবমূর্তি ২৪

দশম অধ্যায়
বিজ্ঞাপন ও মিডিয়ায় স্ত্রীলোক ২৬

একাদশ অধ্যায়
আল্লাহ কি প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য? ২৮

দ্বাদশ অধ্যায়
তুমি কতটা সফল হতে চাও? ৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) ৩২

চতুর্দশ অধ্যায়
ইমাম আবু হানিফা ৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
পার্থিব জীবনে মুসলমানদের অবদান ৩৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
কুরআনের দিকনির্দেশনা অনুসন্ধান ও প্রয়োগ ৩৮

অগ্রগতির প্রতিবেদন

অধ্যায়	নম্বর	অধ্যায়	প্রাপ্ত নম্বর	তারিখ	শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর
১	১৯+৯				
২	২১+২				
৩	৪৪				
৪	১৭+৮				
৫	২৪+৬				
৬	৩১+১০				
৭	২৩+১৭				
৮	২৪+৬				
৯	২৮+১০				
১০	২৫+১৫				
১১	৫+১২				
১২	১৫+১২				
১৩	১৩+১৫				
১৪	২৩+১২				
১৫	১০				
১৬	১৪+১৬				

অভিভাবকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর গুণাবলি

(নম্বর)

ক্লাসে আলোচনা» যখন আল্লাহর নাম বলা হয় তখন তাঁর কোনো গুণের নাম কি তোমার মনে আসে? সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর কী কী গুণ আছে বলে তুমি মনে করো?

কাজ: পাশের পৃষ্ঠায় দেওয়া আয়াতগুলো পড় এবং সৃষ্টিকর্তাকে কী নামে ডাকবে তা খুঁজে নাও: (৪)

➡ইয়া আল্লাহ ➡ইয়া রাহমান ➡ ইয়া আজিজ ➡ ইয়া হাকিম

নিচে দেওয়া আল্লাহর নাম পাশে দেওয়া অর্থের সাথে মিলাও: (৩)

আর-রাহমান	সর্বশক্তিমান, সকল ক্ষমতার অধিকারী, যার হাতে সকল ক্ষমতা
আল-আজিজ	জ্ঞানী, একজন যার কাজের ভেতর জ্ঞানের ছাপ থাকে, যার সকল বিষয়ে জ্ঞান আছে।
আল-হাকিম	দয়াময়, সহানুভূতিশীল, যিনি সকলকে আশীর্বাদ এবং সাফল্য দেন।

আল্লাহর নামসমূহ তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়। সূরা আলে ইমরান-এর আয়াত ১৮-তে 'আল-আজিজ' ও 'আল-হাকিম' নামের উল্লেখ রয়েছে নিচের বিবরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য। 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই'– আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই, সকল অস্তিত্ব তাঁর অধীনে, তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও উৎস। তাঁর হাতেই সকল ক্ষমতা। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন এবং তিনি এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। আয়াতুল কুরসি, সূরা ২-এর ২৫৫ নং আয়াতে আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

> আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি তাঁর অস্তিত্বের মালিক, চিরঞ্জীব এবং সকলের অবলম্বন। কোনো তন্দ্রা বা ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না। পৃথিবী ও স্বর্গের সমস্ত কিছুই তাঁর। কে আছে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করে? আল্লাহ জানেন বর্তমানে কী ঘটছে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটবে। তাঁর জ্ঞানের পরিধির বাইরে কেউ যেতে পারবে না। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও পৃথিবীজুড়ে প্রসারিত। এসব কিছুর অভিভাবকত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাঁর কোনো অবসাদ নেই; কারণ তিনি তাঁর মহিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ।
> *[সূরা, ২: আল বাকারা, আয়াত: ২৫৫]*

চারটি বৈশিষ্ট্যসহ আয়াতে উপমার ব্যবহার দ্বারা আল্লাহকে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে দেওয়া আয়াতের বাণীর সাথে ব্যাখ্যাগুলো মিলাও। (১২)

আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই	তিনি সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে এবং পৃথিবী ও যাবতীয় সব বস্তুর উপরে
তিনি চিরঞ্জীব	তাঁর কোনো অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং তিনি সাহায্য করেন প্রতি মুহূর্তে এবং সকল বিষয়ে
তিনি নিজের অস্তিত্বের মালিক এবং সহায়ক	তাঁর নিদ্রার প্রয়োজন নেই এবং তিনি সব কিছু জানেন
কোনো তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না	প্রত্যেক মুহূর্ত, প্রত্যেক অস্তিত্ব সবকিছুই তাঁর অধীন
পৃথিবী এবং স্বর্গের সমস্ত কিছুই তাঁর	তাঁর জ্ঞান সময়ের ঊর্ধ্বে, তিনি সব জানেন
কে আছে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করে?	তাঁর মহত্ত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে
যা তাদের হাতের নাগালের মধ্যে (বর্তমান) এবং যা তাদের পেছনে (ভবিষ্যৎ)	আমরা তাই জানতে পারি, যা আল্লাহ জানার অনুমতি দেন
তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো অংশ	তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না
তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত।	আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই
সব কিছুর অভিভাবকত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর কোনো অবসাদ নেই	পৃথিবী ও জান্নাতের মালিক
তিনি সর্বোচ্চ	তিনি সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করতে ক্লান্ত হন না
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ	তিনি অনন্ত, তাঁর কোনো শুরু এবং শেষ নেই

বাড়ির কাজ» আল্লাহর গুণাবলি তাঁর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত যথা: সর্বজ্ঞানী (২:১২৯), সবকিছু শ্রবণকারী (৩: ৩৮), তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ, যথা: সর্বশক্তিমান (১৬: ৭০), রক্ষাকারী (১২: ৬৪), তাঁর গুণাবলি, যথা: সকল প্রশংসার অধিকারী (২২: ৬৪), মহান (৮২: ৬) ইত্যাদি। এই তিনটি গুণ সম্পর্কে বর্ণনা করে আলাদা অনুচ্ছেদ লেখ। অনুচ্ছেদে অন্তত দুইটি বৈশিষ্ট্যের আরবি নাম ও বঙ্গানুবাদ কুরআনের আয়াত ও সূরার নাম উল্লেখ করো। (৯)

আল্লাহ
আমাদের সৃষ্টিকর্তার নাম

আমরা তাকে 'আর-রহমান' বলে ডাকতে পারি, যার অর্থ সর্বোচ্চ করুণাময়, সহানুভূতিশীল, যিনি সকলের কল্যাণ করেন এবং সাফল্য দেন।

'বলুন: তুমি তাঁকে আল্লাহ বলে কিংবা রহমান* বলে আহ্বান করো; যে নামেই আহ্বান করো না কেন তুমি তাঁকেই ডাকছ (যা ভালো), সব সুন্দর নাম** তাঁরই।'
সূরা আল ইসরা, ১৭:১১০

আর-রহমান
সর্বোচ্চ করুণাময়, সহানুভূতিশীল, যিনি সকলের কল্যাণ করেন এবং সাফল্য দেন।

চিত্র: ৪:১:১ আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে আমাদের অবগত করে।

* **'রহমান** আল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ, যা একজন পাপীর কাছেও আসে। এর প্রয়োজন সম্পর্কে জানার আগেই তাঁর রক্ষাকারী অনুগ্রহ বান্দাকে পাপ থেকে রক্ষা করে। আল্লাহকে তাঁর সাধারণ নামেও ডাকা যায়, যার মধ্যে তাঁর সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিহিত অথবা তাঁর যেকোনো একটি নাম, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞানে তাঁর বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি...'

** 'আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে, তিরমিযির নির্ভরযোগ্য কিছু হাদিসে ৯৯টি নামের উল্লেখ রয়েছে...'

চিত্র: ৪:১:২ মাওলানা ইউসুফ আলীর অনুবাদ থেকে সংগৃহীত ব্যাখ্যা।

আল আজিজ
সর্বশক্তিমান, সব শক্তির মালিক, ক্ষমতাবান, যিনি সব ক্ষমতার ধারক

উপরের দু'টি নাম কিভাবে আল্লাহর একত্ববাদের (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই) পরিপূরক?

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই'
আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী, জ্ঞানী।
সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮

আল হাকিম
মহাজ্ঞানী, তাঁর কাজ সম্পূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক

যার কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রকাশ পায় তাঁর বৈশিষ্ট্য কী?

চিত্র: ৪:১:৩ আয়াতটি আল্লাহর দু'টি গুণ *আল-আজিজ* এবং *আল-হাকিম* দিয়ে শেষ হয়েছে।